**আনসার ও ভিডিপি'র ৩২তম জাতীয় সমাবেশ, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর, বুধবার, ০৩ ফাল্গুন ১৪১৮, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

তিন বাহিনীর প্রধানগণ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ,

আনসার-ভিডিপি সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

            আসসালামু আলাইকুম।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩২তম জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি রফিক, শফিক, জববার, বরকত, সালামসহ সকল ভাষা শহীদদের প্রতি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি, ভাষা শহীদ আব্দুল জববার-কে যিনি আনসার বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য শহীদ হন। আমি আনসার সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। এ বাহিনীর ৫০ লাখেরও বেশি সদস্য গ্রামগঞ্জে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে আপনারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন।

বিশেষ করে এ বাহিনীর প্রায় অর্ধেক মহিলা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব মহিলা সদস্যগণ বিভিন্ন আয়-বর্ধক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে পরিবারের পাশাপাশি দেশের কল্যাণে অবদান রাখছেন।

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে বিশেষ করে যেখানে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে আপনাদের এই সুশৃঙ্খল সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেকোন কঠিন কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে পারি।

প্রিয় আনসার ভিডিপি সদস্যবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে কাজ করেছে। অন্য কোন সরকার আপনাদের কল্যাণে এত কাজ করেনি।

১৯৯৮ সালে আমি এই বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদান করি। সে সময় ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ী করার উদ্যোগও আমরাই নিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ১১টি ধাপে ১২২১৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসারকে স্থায়ী করা হয়েছে।  স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী আনসার বাহিনীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি  দেওয়া হয়েছে।

আনসার বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কম্ব্যাট পোশাকের পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের টাইমস্কেলসহ তাদের পদোন্নতির দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় আনসার ও ভিডিপি সেবাপদক চালু করা হয়েছে।

অঙ্গীভূত আনসারদের ন্যূনতম দৈনিক ভাতা ১১১ টাকা ৫৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৮০ টাকা এবং প্রশিক্ষণ ভাতা ৬০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ টাকা করেছি।

ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানী ভাতা ৪২৫.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ব্যাটেলিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ১২ বছর থেকে কমিয়ে ৯ বছর করা হয়েছে।

আমাদের সরকার প্রথমবারের মত কর্মকর্তাদের রেশন প্রদান এবং সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারি, ব্যাটালিয়ন আনসার, অঙ্গীভূত আনসার ও মহিলা আনসারদের জন্য পারিবারিক রেশনের ব্যবস্থা করেছে।

এই বাহিনীর কল্যাণের জন্য আমরা আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক গঠন করেছি। আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আনসার ভিডিপি একাডেমি'র হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। এই হাসপাতালের পরিসেবার মান বৃদ্ধির জন্য এটিকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করা হবে। এখানে একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গত বছর আপনারা ১৯টি জেলায় বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। এ বছরই অবশিষ্ট জেলাগুলোতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। এই একাডেমিতে ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধু কারিগরি কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

দক্ষ গাড়ীচালক তৈরির জন্য BRTA-এর সহযোগিতায় ১৩টি কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। যাতে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশেও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা যায়।

হস্তশিল্প ও কারুপণ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আনসার একাডেমিতে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি গার্মেন্টস শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরির লক্ষ্যে BGMEA এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তৈরি পোষাকশিল্পে প্রায় ১০ লাখ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এরফলে, এ খাতে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি যেমন মেটানো সম্ভব হবে তেমনি  বেকার সমস্যা দূর করা যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে ব্যাটালিয়ন আনসার গুরুত্বপূর্ণ পালন করে আসছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ধারাবাহিকতায় ব্যাটালিয়ন আনসারকে এককভাবে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

জননিরাপত্তা বিধানে ব্যাটালিয়ন আনসারের সক্ষমতাকে অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে।

যে ১২ জন আনসার সদস্য মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন, আজকে তাঁদের বাংলাদেশ আনসার পদক প্রদান করা হল।

তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আনসার বাহিনীকে প্রতিবছর ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর দিবসে গার্ড অব অনার প্রদান করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রিয় আনসার-ভিডিপি সদস্যবৃন্দ,

একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা ‘রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করছি। গত তিন বছরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

দারিদ্র্যের হার ৩১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ৮২৮ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আমাদের আমদানি আয় এবং রেমিটেন্স আয় ভাল। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গত তিন বছরে আমরা প্রায় ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দিতে পেরেছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছি। মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

প্রিয় আনসার ভিডিপি সদস্যবৃন্দ,

জনগণের জানমালের হেফাজত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সততা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করবেন। সকলের সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এজন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...